ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৫৬৯৬
আগরতলা, ১৯ মার্চ, ২০২৬

বিধানসভা সংবাদ

বিধানসভায় ৫টি বিল সর্বসম্মতভাবে গৃহীত

বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আজ ৫টি বিল সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। বিলগুলি হল দ্য ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স বিল, ২০২৬ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-৩ অব ২০২৬), দ্য ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল, ২০২৬ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-৪ অব ২০২৬), দ্য ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট উইমেন ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-৫ অব ২০২৬), দ্য ত্রিপুরা লিফট এন্ড এস্কেলেটরস বিল, ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-০৯ অব ২০২৫) এবং দ্য ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিস টু সিটিজেনস (ফাস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬) (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-৮ অব ২০২৬)।

স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে বিলটি অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যে বর্তমানে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ সহ ২৭টি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও বাড়বে। তাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পঠন-পাঠন, পরীক্ষা নেওয়া, গবেষণা, গুণগত মান বজায় রাখা প্রভৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি জানান, আগরতলার সন্নিকটে ডুকলি ব্লকের শ্রীনগর মৌজায় স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য ১০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ জিবিপি মেডিকেল কলেজে বা স্বাস্থ্য দপ্তরের ভবনে শুরু করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে রাজ্যে নতুন দিগন্ত প্রসারিত হবে। গ্যারান্টেড সার্ভিস ও সিটিজেনস বিলের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যেন সরকারি পরিষেবা পান তা নিশ্চিত করতেই এই বিল আনা হয়েছে। এই বিলটি নাগরিক বান্ধব বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

লিফট এন্ড এস্কেলেটরস বিল বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যে বর্তমানে অনেক উঁচু বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেখানে লিফট, এস্কেলেটরস ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে আগে কোন আইন ছিল না। নতুন করে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীগণ বিধানসভায় বিলগুলি অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করার পর সর্বসম্মতভাবে ৫টি বিল গৃহীত হয়।

****